গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

নভেম্বর/২০১৪ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	২৭.১১.২০১৪ খ্রিঃ
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেল ভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - ক

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অত:পর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপসচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

৪.১। হযরত শাহজালাল আন্তঃর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় আজমপুর রেলগেইট সংলগ্ন স্থানে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ দ্রুত ভ্যাকেট করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত)/(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ৮৭৪৭/২০১০ রেলওয়ে অনুকূলে নিষ্পত্তি হওয়ায় গত ১৫-১০-২০১৪ এবং ১৬-১০-২০১৪ তারিখে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনাপূর্বক সমস্ত অবৈধ অবকাঠামো উচ্ছেদ করা হয়েছে।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশের অবৈধ স্হাপনা উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি রেল ফেন্সিং ও বৃক্ষরোপণ করে ডিইএন/১/ঢাকা কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্হা গ্রহণ করা হচ্ছে। খিলগাঁও রেলগেইট হতে মহাখালী রেলগেইট পর্যন্ত উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি পুনরায় যাতে অবৈধ দখল না হয় সে জন্য ৭০ জন আনসার নিয়োগ করা হয়েছে ।

সভাপতি ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশে প্রয়োজনীয় জায়গা যাতে পুনরায় অবৈধ দখল না হয়ে যায় সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি উক্ত স্থানসমূহ সুরক্ষার প্রয়োজনে বৃক্ষরোপণ/ফেন্সিং/নিজস্ব উদ্যোগে অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশে প্রয়োজনীয় জায়গা যাতে পুনরায় অবৈধ দখল না হয়ে যায় সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে
৪। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

৪.২। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

সহকারী সচিব (ভূমি), প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম),বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রেরিত ছক বিশ্লেষণ করে জানান যে, পূর্ববর্তী মাস হতে আগত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা মোট ১৬০টি। অক্টোবর/২০১৪ মাসে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি এবং এ মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। অক্টোবর/২০১৪ মাসে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ১,৮৫,৫২৫/- টাকা, তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে আদায় ৯০,০০০/- এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৯৫,৫২৫/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ= ৯,৪৯,৯৮,৭০৪/- টাকা।

সভাপতি রেলওয়ে মেনস্ স্টোর, আন্তঃজেলা বাসমালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাসমালিক সমিতি কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে ফলো-আপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সিইও, (পূর্ব) কে নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ে তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

(২) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

(৩) অতিরিক্ত সচিব সভা করে জমিসংক্রান্ত মামলাসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৪) পরবর্তী সমন্বয় সভায় রেলওয়ে মেনস্ স্টোর, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাসমালিক সমিতি কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত **সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন প্রসঙ্গে।**

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালা বর্তমানে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যায়ে রয়েছে। সভাপতি আগামী ২৪/১২/২০১৪ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদন পূর্বক খসড়া চূড়ান্ত করে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা আগামী ২৪/১২/২০১৪ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদনপূর্বক চূড়ান্ত খসড়া দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি) জানান যে, ২০০৫ সালের পর হতে হালসন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন করের প্রকৃত দাবি ও ইতোমধ্যে পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ, বকেয়া ইত্যাদি বৎসর ভিত্তিক (ছকের মাধ্যমে) প্রদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে যা প্রক্রিয়াধীন আছে।

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, ২০০৫ হতে হালসন পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দাবিকৃত ভূমি উন্নয়ন কর সর্বমোট ৪৭,৫৯,২৫,৭৬৬.৫০ টাকা বকেয়া আছে। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উভয় অঞ্চলে ৭.০০ কোটি টাকা করে সর্বমোট ১৪.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এ রেলভূমির ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফের প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও এ রেলওয়ে অবকাঠামোর পৌর কর মওকুফের প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সভাপতি যাচাই-বাছাই করে বার্ষিক দাবি নির্ধারণের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই বাছাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে।

(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) রেল লাইনের ভূমি নন-ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করার বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরি প্রকল্পের মেয়াদ সর্বশেষ বারের মত ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি জুন ২০১৪ পর্যন্ত ৬৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৫%। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডিজি,বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, বর্ধিত সময়ের পূর্বে অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর/২০১৪ এর পূর্বে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে পত্র লেখা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়াধীন। পশ্চিমাঞ্চলের ইতোমধ্যে সম্পাদনকৃত কাজের বিষয়ে গত ১৪.১০.২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে Power Point Presentation সম্পন্ন হয়েছে।

সভাপতি বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার নির্দেশনা মোতাবেক Land use plan চূড়ান্ত করার পূর্বে কমিটির সভায় পেশ করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে।

(২) পূর্বাঞ্চলের সমাপ্তকৃত কাজের বিষয়ে চূড়ান্ত Power Point Presentation এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।

(৩) পশ্চিমাঞ্চলের ইতোমধ্যে সম্পাদনকৃত কাজের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে Power Point Presentation উপস্থাপন করতে হবে।

(৪) Land use plan চূড়ান্ত করার পূর্বে রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত-মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্প পরিচালক, Land Survey and Preparation of Land use plan ।

৪.৬। হযরত শাহজাহাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার ভূমি নিয়ে বিরোধ সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিরোধীয় ভূমিতে র‍্যাব এর হেড কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান করায় এবং বিমানের জন্য জেট এয়ার ফুয়েল পরিবহণের জন্য সাইডিং লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না হওয়ার বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য উক্ত সভায় একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনটি সহসাই সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

ডিজি, বিআর জানান যে, বর্ণিত রেল ভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল না করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও, ঢাকাকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
সভাপতি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.৭। বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

উপসচিব (প্রশাসন) জানান যে, হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা বিশেষ বেঞ্চে শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেলকে পত্র দেয়া হয়েছে। ডিজি,বিআর জানান যে যথাযথ স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য জিএমগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ছাড়পত্র পাওয়া যে সমস্ত পদে নিয়োগ কার্যক্রম এখনও বাকি আছে তা নির্দেশনা মোতাবেক দ্রুত সম্পন্ন করে পরিপালন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের জন্য এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জিএম,পূর্ব ও পশ্চিম এবং রেক্টর,আরটিএ কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদসমূহে দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), পরিচালক (সংস্থাপন) সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা করে দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে যাবতীয় সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ যথাশীঘ্র নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে।

(২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে

২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৮। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পদ সৃজনের প্রস্তাব বর্তমানে অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।

সিদ্ধান্ত:

(১) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নতুন ৭১টি পদ সৃজনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৯। নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, ডিজি, বিআর হতে প্রাপ্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগ বিধি জনপ্রশসন মন্ত্রণালয়ে ০৯.০৯.২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কতিপয় তথ্যাবলী চাওয়া হয়েছে। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ের দপ্তরে পেন্ডিং রয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১০। ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, ডিজি,বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস ও খসড়া নিয়োগ বিধি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কিছু বিষয়ে ক্লারিফিকেশন চাওয়া হয় যাহা মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ের দপ্তরে পেন্ডিং রয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-সচিব (প্রশাসন) এবং উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস ও নিয়োগ বিধি প্রণয়ন চূড়ান্ত করবেন। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১১। বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

মন্ত্রণালয়ের অডিট অধিশাখা হতে জানানো হয়েছে যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে অক্টোবর/২০১৪ মাসের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। অক্টোবর/২০১৪ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৪৭৫টি। অক্টোবর/২০১৪ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ২৪টি। অক্টোবর/২০১৪ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৪৫১টি। সাধারণ অনিষ্পন্ন-১২,৯৮৫টি, অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৮৮৬টি, খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৮০টি, নিষ্পত্তিকৃত- ২৪টি, নতুন আপত্তির সংখ্যা- ০৬টি। এছাড়া বিগত ২৬.১০.১৪ তারিখে জিএম (পূর্ব) এর কার্যালয়ে সভা কক্ষে; এবং ৩০.১০.১৪ তারিখে জিএম(পশ্চিম) এর কার্যালয়ে সভাকক্ষে অঞ্চলভিত্তিক ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ০৬.১১.১৪ তারিখে পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত মতে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে ২৭.১১.১৪ তারিখে জিএম(পশ্চিম) এর কার্যালয়ের সভাকক্ষে ৩৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে এবং ৩০.১১.১৪ তারিখে জিএম(পূর্ব) এর কার্যালয়ের সভাকক্ষে ৪৪টি অডিট অপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১২। বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই। ডিজি, বিআর জানান যে, অডিট অধিশাখা হতে জানানো হয়েছে যে, গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন পেন্ডিং থাকা ০৩টি(তিন)পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য ডিজি,বিআরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিজি,বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম(পূর্ব ওপশ্চিম)কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর/২০১৪ মাসের জের ০৫টি। অক্টোবর/২০১৪ মাসের নতুন কেইস ১টি এবং নিস্পত্তি ১টি। অক্টোবর/২০১৪ এর জের ৫টি।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(২) পেনশন কেস দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অডিট আপত্তির কারনে দীর্ঘদিন ধরে পেন্ডিং থাকা ০৩টি (তিন) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৩। বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বির‍ুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। অক্টোবর/২০১৪ বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪০ টি। চলতি মাসে কোন মামলা দায়ের হয়নি। চলতি মাসে নিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৩টি। অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৩৭টি।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বিভাগীয় মামলার গুনগতমান বজায় রেখে দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সেপ্টেম্বর/২০১৪ মাসের জের ২৬৪ টি, অক্টোবর/২০১৪ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৩৪টি, নিস্পত্তি হয়েছে ৩৩টি। অক্টোবর/২০১৪ মাসের জের ২৬৫টি । প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক/পূর্ব জনাব ইউসুফ আলী মৃধা এর বিরুদ্ধে আলাদাভাবে ১৬ টি বিভাগীয় মামলা দায়ের সংক্রান্ড় রীট পিটিশন এর সর্বশেষ তথ্য গত ১৫-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। রীট পিটিশনে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সরকারের পক্ষে ওকালতনামা দাখিল করা হয়েছে এবং গত ২০-০৪-২০১৪ তারিখে এফিডেভিট ইন অপজিশন মহামান্য আদালতে দাখিল করা হয়েছে এবং মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তির জন্য মহামান্য হাইকোর্টে আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক/পূর্ব জনাব ইউসুফ আলী মৃধা ০১-০৯-২০১৪ তারিখে তার চাকুরীর বয়সসীমা উত্তীর্ণ হওয়ায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) পদটি শুন্য করার নিমিত্তে তার চাকুরীর অবসান করার পরবর্তী প্রয়োজনীয় গ্রহণের জন্য প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।

সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমে পরিচালিত মামলা সমূহ দ্রুত নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং তথ্য ছক মোতাবেক প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ে চলমান মামলাসমূহ সময়মত উপস্থাপন করে পেন্ডিং মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) প্রাক্তন জি এম জনাব ইউসুফ আলী মৃধা এর বিরুদ্ধে আলাদাভাবে ১৬টি বিভাগীয় মামলা দায়ের সংক্রান্ত রিট পিটিশন বিধিমোতাবেক প্রতিদ্বন্ধিতা করতে হবে।

(৩) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(৪) চলমান বিভাগীয় মামলাসমূহের তথ্য ছক মোতাবেক উপস্থান করতে হবে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ বিধি মোতাবেক তদন্ত সম্পাদন পূর্বক দ্র‍ুত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৪। পরিদর্শন।

আলোচনাঃ

উপসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অডিট অধিশাখা ১৬/১১/২০১৪ তারিখে উপ-সচিব (অডিট/সংযুক্ত) সংশ্লিষ্ট শাখা পরিদর্শন করেন।

ডিজি,বিআর জানান যে, নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত আছে। গত ১৩-০৩-২০১৪ তারিখে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), পরিচালক(প্রকৌশল) এবং উপ-পরিচালক (ভূ-সম্পত্তি) কর্তৃক যৌথভাবে ভূ-সম্পত্তি শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং একটি প্রতিবেদন পরিচালক (প্রকৌশল) এর স্বাক্ষরে দাখিল করা হয়েছে।

সভাপতি সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ মোতাবেক আগামী মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বে ২টি শাখা এবং ২টি অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) কর্মকর্তাগণ সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ মোতাবেক শাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন।

বাস্তবায়নেঃ

১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।

২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১৫। ওয়েবসাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ।

আলোচনাঃ

প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, অত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তাদের আবশ্যিকভাবে All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন পূর্বক PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ডিজি,বিআরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি ডিজি,বিআর কর্তৃক ৩৩ জন ক্যাডার কর্মকর্তার PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ডিজি,বিআর জানান যে, ওয়েবসাইট আপডেট একটি চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটটির বিভিন্ন মেনুতে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান। বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব জনবল দ্বারা রেলওয়ের ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। রেলভবন, এডিবি'র অর্থায়নে রিফর্ম প্রকল্পের আওতায় wifi System স্থাপনের নিমিত্ত গত ১৬-৯-২০১৪ তারিখে পিডি/রিফর্ম অফিস কর্তৃক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং Wifi Zone স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। কর্মকর্তাদের PDS সংগ্রহপূর্বক আংশিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাকী কর্মকর্তাদের PDS প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে All cadre অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করার নিমিত্ত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সাথে Link করা আছে। PD/Reform এর অধীন ERP Solution বাংলাদেশ রেলওয়েতে পুরোপুরি বাস্ড়বায়িত হলে e-filing চালু করা যাবে।

সভাপতি ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী তিনটি বড় স্টেশনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ পর্যায়ে টিকেট কালোবাজারি এবং ইন্টারনেট এ টিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনভোগান্তির বিষয় উল্লেখ করে অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। তিনি এ সমস্যাসমূহ সমাধানে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং ট্রাফিক বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে টিকেট বিক্রয় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে।
(২) বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালনায় রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।
(৩) রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) টিকেট কালোবাজারি এবং ইন্টারনেট এ টিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধানে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং ট্রাফিক বিভাগের সকল কর্মকর্তা সম্মিলিতভাবে টিকেট বিক্রয় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবেন।
(৫) রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তা আবশ্যিকভাবে All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।
(৬) ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী তিনটি বড় স্টেশনসমূহে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/রোলিং স্টক/অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৬। জিআরপি এর কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০১৪ মাসে রেলওয়ে রেঞ্জস্থ চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলার পুলিশী অভিযান ও মোবাইল কোর্টের বিবরণী এবং উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানী মামলার পরিসংখ্যান সভায় উপস্থাপন করেন। ডিজি,বিআর জানান যে, অস্ত্র চোরাচালান বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যেই ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা **এবং** চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) কে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা এবং চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) জানান যে, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার জন্য সংশিণ্টষ্ট জেলার চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের সভাপতি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) ও অন্যান্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ করা হয়েছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময়

সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে রেলওয়ে এলাকায় রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেনের ছাদে/ইঞ্জিনে ভ্রমণ, ছিনতাই, মাদকসেবী, চোরাকারবারী, মাদক পাচারকারী ও টিকিট কালোবাজারী রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
এছাড়া তিনি জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনের নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে পরিচালিত টিকেট চেকিং কার্যক্রমের সর্বশেষ ফলাফল উপস্থাপন করেন।

সভাপতি মোবাইল কোর্টের তৎপরতা বাড়ানোর জন্য এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

ডিজি, বিআর আরোও জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনের নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সভাপতি মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস ও পরিবহন বিভাগকে একই ছকে সমন্বিতভাবে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে আরএনবির সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৩) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহন ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪। পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১৭। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ সময়মত পাওয়া যাচ্ছে না। সভাপতি মহোদয় প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৮। শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাসিক সমন্বয় সভায় অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য আলোচনা প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় । গত **১৭.১১.২০১৪** পর্যন্ত কোন অভিযোগ বা চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন।

(২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৯। তথ্য অধিদপ্তর হতে পেপার কাটিং সংক্রান্ত ।

আলোচনাঃ

ডিজি,বিআর এর দপ্তর হতে জানানো হয়েছে যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং সমূহ সংশিণ্টষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সভাপতি তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পেপার কাটিং এর উপর ডিজি, বিআর গত ৬ মাসের মধ্যে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(গ) বিবিধ

৪.২০। কে. পি. আই সংক্রান্ত

আলোচনাঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, গৃহীত সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়ন পরিপালন প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জিএম(পূর্ব) ও (পশ্চিম) এবং ডিআই, রেলওয়ে রেঞ্জ-কে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু বাস্ড়বায়ন প্রতিবেদন না পাওয়ায় পুনরায় তাগিদ প্রদান করা হয়েছে । অদ্যাবধি পরিপালন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত স্থাপনা সমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।

৪.২১। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহন ও অন্যান্য বিষয়।

আলোচনাঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, সময়ানুবর্তিতার হার উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সংশিণ্টষ্ট ডিআরএমগণের নেতৃত্বে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কন্ট্রোল অফিসে এবং অতিরিক্ত জিএম এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত বিভাগীয় প্রধানগণের সমন্বয়ে জোনাল কন্ট্রোল অফিসে প্রতিদিন ট্রেন রানিং পর্যালোচনা করার জন্য কমিটি গঠন করা আছে । তা ছাড়া রেলভবনে যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন) কে আহ্বায়ক করে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল) ও যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল) এর সমন্বয়ে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো বিশেণ্টষণপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সময়নুবর্তিতার হার উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) যৌথভাবে জ্বালানী তেল ও সারবাহী ট্রেন পরিচালনার বিষয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্ড়বায়নের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে। কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনার জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করা আছে এবং কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনা মনিটরিং অব্যাহত আছে।

সভাপতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) উভয় অঞ্চলের আন্ড়ঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানী পরিবহন নিশ্চিত করবেন।

(৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২২। জিআইবিআর সংক্রান্ত ।

আলোচনাঃ

জিআইবিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শনের কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি মেতাবেক ইতোমধ্যে পূর্বাচঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(২) জিআইবিআর কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন-এর সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৪.২৩। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সংক্রান্ত ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেনের ভিতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট পরিষ্কার রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ২০০০ সিট পরিবর্তনের জন্য দরপত্র খোলা হয়েছে। বর্তমানে কারিগরী মূল্যায়ন কমিটির বিবেচনায় আছে। এছাড়া, এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআরগণকে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সম্মানিত যাত্রী সাধারণগণ যাতে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আন্ড়ঃনগর ট্রেন সমূহের চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। ক্যাটারিং সার্ভিসের মান উন্নয়নে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ ছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের মান উন্নয়নে ঘনঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সভাপতি ক্যাটারিং সার্ভিসের মান উন্নয়নের জন্য টাস্কফোর্সকে তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) টাস্ক ফোর্স নিয়মিত পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৫। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি)
ভারপ্রাপ্ত সচিব